দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪......

SEP 22 2002

পঞ্চান্ন লাখ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী এ মাস থেকে উপবৃত্তি পাচ্ছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দরিদ্র শিশুদের স্কুলে ধরে রাখা, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়নরত ৫৫ লাখ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে সরকার এ মাস থেকে উপবৃত্তি প্রদান করবে। নির্বাচিত পরিবারের একজন শিক্ষার্থীকে মাসিক ১০০ টাকা ও একাধিক শিক্ষার্থীকে মাসিক ১২৫ টাকা হারে প্রদানের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পে বার্ষিক ৮৬৩ কোটি ৬১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতি তিন মাস পর পর বছরে চার কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের নগদ অর্থ

(২য় পৃষ্ঠার ১-এর কঃ দ্রঃ)

পঞ্চান্ন লাখ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রদান করা হবে। এ মাসের শেষ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই উপবৃত্তি প্রকল্পের অর্থ প্রদান উদ্বোধন করবেন। প্রাথমিক স্তরে এখন থেকে আর যাতে কোন ছাত্র-ছাত্রী দারিদ্র্যের কারণে মাঝপথে ড্রপ আউটের শিকার না হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য এবং একই সাথে ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, পাঠদান ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়ার জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ভর্তিকৃত ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৪০ ভাগ পরিবার আর্থিক সহায়তা পাবে। সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ববর্তী শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে ৪০ নম্বরের কম পেলে তার উপবৃত্তি বন্ধ রাখা হবে। এছাড়া উপযুক্ত কারণ ব্যতীত শতকরা ৮৫ ভাগ কার্যদিবসে ক্লাসে উপস্থিত না থাকলেও সংশ্লিষ্ট মাসের উপবৃত্তি প্রদান করা হবে না। কোন একক দিনে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগের কম হলে উক্ত বিদ্যালয়কে আর্থিক সহায়তা প্রদান উপস্থিতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। কোন বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে সাময়িকভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখা হবে। যে সকল পরিবারের একাধিক সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে সে পরিবারের সকল শিশুকে একই বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হবে। জানা গেছে, গত জুলাই মাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থ পাবে।

গতকাল শনিবার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকী, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব তরিকুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ডঃ তাহমিনা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকীও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের পৃথক চিঠি দিয়েছেন। তরিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা সম্প্রসারণের এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা।